চতুর্থ অধ্যায়

।। জলপাইগুড়ি জেলার আঞ্চলিক কথ্য বাংলা ভাষার সঙ্গে টোটোভাষার তুলনামূলক আলোচনা ।।

জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগলিক পরিসরে শতাধিক ভাষার পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করছে। প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর আগমনে জেলার জনগণ যেমন মিশ্ররূপ ধারণ করেছে, এ জেলার ভাষাও তেমনি পারস্পরিক প্রভাবে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে বিভিন্ন ভাষাগুলো একে অপরের ভাষায় প্রভাব ফেলেছে। প্রত্যেক গোষ্ঠিরই নিজস্ব মাতৃভাষা রয়েছে। বাড়ীর মধ্যে নিজেদের আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে এরা ব্যবহার করেন নিজস্ব ভাষা (মাতৃভাষা)। বাইরের জগতে এদের যোগাযোগের প্রধান ভাষা বাংলা, হিন্দী ও নেপালী।

ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা গেছে বাঙালী না হয়েও অনেক ভিন্ন ভাষাভাষী ব্যক্তি বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষার মূল্য দিয়েছে। চলিত মৌখিক বাংলা ভাষা অন্যান্য ভাষায় (জেলার) প্রভাব ফেলেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার আলীপুরদুয়ার মহকুমার, মাদারীহাট থানার অন্তর্গত টোটোপাড়ায় টোটোদের বাস। আগেই বলা হয়েছে এরা পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু উপজাতি যাদের বাচকসংখ্যা পশ্চিমবাংলায় এক হাজারেরও কম। বর্তমানে একমাত্র এই গ্রাম ছাড়া অন্য কোথাও(ভারতে) টোটোদের অস্তিত্ব নেই। এই গ্রামে টোটোরা ছাড়া রয়েছে কিছু নেপালী, গারো, মেচ, বাঙালী, বিহারী ও মাড়োয়ারী। টোটোরা তাদের নিজস্ব অঞ্চলে যোগাযোগের প্রধান ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে নেপালীভাষা (Lingu Franca)। বাংলা ভাষার মাধ্যমে তারা পড়াশোনা করছেন, নিজস্ব চিন্তা ভাবনা, ধ্যান-ধারণাকে

লিপিবদ্ধ করে রাখছেন কয়েকজন স্কুল ফেরৎ(শিক্ষিত) টোটো যুবক। সেখানে তারা তাদের কথ্য ভাষাকে বাংলা লিপির সাহায্যে লিপিবদ্ধ করছেন।

জলপাইগুড়ি জেলার স্থানীয় কথ্য বাংলা ভাষার দুটো রূপ -

(১) রাজবংশী সম্প্রদায় কর্তৃক ব্যবহৃত (উপভাষার) বাংলাভাষা।

(২) বাঙালী ও বরেন্দ্রী শ্রেণী কর্তৃক ব্যবহৃত (উপভাষার) বাংলা ভাষা।

এরা বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে জলপাইগুড়ি জেলায় এসেছেন। যাদের মাতৃভাষা বাংলা তাঁদের অনেকেই দেশবিভাগের জন্যে স্বাধীনতার পরপরই পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এ জেলায় এসেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এরা অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ে আগত এই অধিবাসীরা বাড়ীর ভেতরে আত্মীয়, পরিজনের সঙ্গে ফেলে আসা জেলার উপভাষা ব্যবহার করেন। কিন্তু বাইরের জগতে, নিজেদের কর্মক্ষেত্রে চলিত মৌখিক বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। তাই তিনটে রূপ এ জেলার কথ্য বাংলা ভাষার।

রাজবংশী সম্প্রদায়ের ভাষাকে জর্জ গ্রীয়রসন তাঁর 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' তে (এই উপভাষাকে) 'রাজবংশী উপভাষা' বলেন।[১] ভাষাচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশী ভাষাকে বলেছেন 'কামরূপী উপভাষা'।[২] একই নামকরণ করেন সুকুমার সেন।[৩] নির্মলকুমার দাস এই রাজবংশী বা কামতা নামকরণ সমর্থনযোগ্য বলে মনে করেননি। তার মতে গোষ্ঠী বা স্থান বিশেষে নামকরণ সঠিক নয়।[৪]

জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের মধ্যে টোটো নামক বিরল ভাষা-পরিবারের বাস। সে ভাষার সঙ্গে জেলার অন্যান্য ভাষার মিল নেই। নিজস্ব গোষ্ঠীর ভাষা হিসেবে ভোটবর্মী ভাষার মেচ ও রাভা ভাষার সঙ্গে সাদৃশ্য সামান্য। এই ভাষার মধ্যে চলিত

মৌখিক বাংলা ভাষার সুস্পষ্ট প্রভাব ফেলেছে। বিশেষতঃ বাংলা ভাষার শব্দ ও ধ্বনিগত প্রভাব টোটোভাষায় রয়েছে। টোটোপাড়ার চারপাশে মূলত বাংলা, নেপালী, স্বদেশীয় (মেচ, রাভা ইত্যাদি) ভাষাভাষীদের বসবাস হলেও, টোটোদের প্রায় সকলেই (পুরুষ ও স্কুল পড়ুয়া মেয়েরা) আঞ্চলিক বাংলা কথ্যভাষার সঙ্গে পরিচিত এবং তারা বাংলার মাধ্যমেই লেখাপড়া করে। সুতরাং সহজেই বোঝা যায় যে, তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি মধ্যে যেমন তার কিছু প্রভাব পড়েছে। ভাষাতেও তার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। অথচ, চার পাশের ভিন্ন ভাষাভাষী ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্যে একটি প্রায় বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় হিসেবে টোটোরা নিজেদের ভাষার অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। হয়ত বা কালক্রমে অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের মতো টোটোরাও তাদের অস্তিত্ব(সূত্র) হারাবে। সেই সঙ্গে ভাষাও হয়তো লুপ্ত হয়ে যাবে। বিশেষভাবে এ কথা মনে রেখেই বর্তমান অধ্যায়ে ভাষাগত(জেলার) প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

১৯৬১ সালের জনগণনার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায় বর্তমানে ১৫১টি মাতৃভাষার অস্তিত্ব রয়েছে।[৫] 'মানুষের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক এমনই নিবিড় যে, এক এক জনগোষ্ঠী তাদের অস্তিত্বের পরিচয় খোঁজে ভাষার মাধ্যমে -'[৬]

১৯৭১[৭] সালের জনগণনার প্রতিবেদনে ভারতীয় আর্যভাষার পরিবারভুক্ত বাংলা ভাষার মোট বাচক সংখ্যা ১০৫৪, ২৫৫। বহিরাগত বাংলা ভাষাভাষী এ জেলায় ৪৩১, ২৫৬। জেলার মোট বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা থেকে এই সংখ্যা বিয়োগ করলে (১০৫৪, ২৫৫-৪৩১, ২৫৬ = ৬১৪, ১১১) স্থানীয় বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা পাওয়া যায়। তাহলে রাজবংশী কথ্যভাষা ব্যবহারকারী এ জেলায় ৫৮.৩৩ শতাংশ।

১৯৮১ সালের জনগণনা অনুসারে এ জেলার (জলপাইগুড়ি) ৮৫.১৬ শতাংশ গ্রামবাসীরা অধিকাংশই রাজবংশী ভাষাসম্প্রদায়।

পশ্চিম ডুয়ার্সের টোটোভাষা তিব্বত থেকে বেরিয়ে আসা ভুটিয়া গোষ্ঠীর এক শাখাভাষা। সুরের উত্থান, পতন এ ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য। ডুয়ার্স অঞ্চলে বসবাসকারী মেচ-রাভা প্রভৃতি ভোটবর্মী ভাষার বৈশিষ্ট্য-এ ভাষাগুলো সুরপ্রধান। সুরের উত্থান-পতনে শব্দ ও বাক্যের অর্থ পরিবর্তিত হয়। গ্রীয়রসনের মতে রাজবংশী কথ্য বাংলা ভাষায় সুরের প্রাধান্য তিব্বতী বা ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব।[১] ভাষাচার্য্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে -

"Intonation or pitch of voice is not a significant element of speech in Bengali-"

এর বিরোধিতা করে ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী।[১১] তাদের মতে শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা না থাকলেও বাক্যে এর ভূমিকা রয়েছে। ভাষাচার্য নিজেই এ লেখার পরবর্তী অংশে একথা উল্লেখ করেছেন।

বাংলা ভাষার সুরতরঙ্গের সূত্রবদ্ধ রূপ দিয়েছেন চার্লস এ ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী।

সুরতরঙ্গের মূল প্রকারভেদ - (১) উর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী বা অবরোহী
(High Falling or Fade) = ↘

(২) নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী বা আরোহী
(Low Rising or Rise) = ↗

(৩) সমান্তরাল (Level/sustained) = →

তিব্বতী বা ভোটবর্মী ভাষায় সুরের উত্থান-পতন পাঁচ প্রকার দেখানো হয়েছে -

বিশেষজ্ঞদের মতে বাক্যের সুরতরঙ্গ পাঁচ প্রকার -[১২]

(১) দ্রুত অবরোহী (Steep Falling)'চিহ্ন' ↘↘

(২) সাধারণ অবরোহী (High Falling)'চিহ্ন' ↘

(৩) দ্রুত আরোহী (Steep-Rise) 'চিহ্ন' ⇗

(৪) সাধারণ আরোহী (Low-Rising) চিহ্ন। ↗

(৫) সমাস্তরাল (Level) চিহ্ন । →

(১) সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্যে - সুরতরঙ্গ উর্ধ্ব থেকে নিম্নগামী, -

রাজবংশী - হরেন ভাইওক ভাত খোওয়ায় (হরেন ভাইকে ভাত খাওয়ায়।) ↘

বাংলা - মা বলেন। (মা বলেন) ↘

টোটো - কা হাটি সেহুলেমি। (আমি বাজার থেকে আসছি) ↘

আজ্ঞাসূচক বাক্যে - সুরতরঙ্গ নীচু থেকে উঁচুতে ওঠে অর্থাৎ নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী,

রাজবংশী - এইঠে আসি বইসেক (এখানে এসে বস) ↗

বাংলা - আপনারা খেতে বসুন (আপনারা খেতে বসুন ↗

টোটো - ইতা লেইগা (এখানে বস) ↗

প্রশ্নসূচক বাক্যে

রাজবংশী - তোর নায় কি ? (তোমার নাম কি ?) ↗ সাধারণ প্রশ্নসূচক বাক্য।

হিটা কি সাচা ? (ইহা কি সত্য ?) ↝ বিশেষ প্রশ্নসূচক বাক্যে প্রশ্নবাচক অব্যয় মাঝে বসলে সুর নীচ থেকে উঠে আবার নামে।

বাংলা - সুভা কি বলে ? ↗

সুভা কি বলে ? ↗

টোটো - হাং তা হাকোগা ? (তুমি কোথায় যাবে ?) ↘↗ বিশেষ প্রশ্নসূচক।
আকু হাংপোনা ওয়াংগা ? (সে কেন এসেছে ?) ↗ সাধারণ প্রশ্নসূচক বাক্য।

অনুরোধমূলক বা প্রার্থনাসূচক বাক্যে

রাজবংশী - মোক ছাড়ি দ্যাও। (আমাকে ছেড়ে দাও) ↘
বাংলা - ভেতরে আসুন। (ভেতরে আসতে আজ্ঞা হয়) ↘
টোটো - নাটিবিয়া হাটিতা হায়ি (তোমরা হাটে যাও) ↘

সংশয় বা দ্বিধামূলক বাক্যে - সুর সমান্তরাল।

রাজবংশী - মুই বুকুক্ বাড়ী যাই। (আমি বরং বাড়ী যাই) →
বাংলা - কমল মিথ্যা কথা বলে। →
টোটো - কা যেগেয়ি (আমি জানিনা)। →

টোটো কথ্যভাষায় প্রতিটি অক্ষরে সুরাঘাত থাকে। বাংলা ভাষায় এ বৈচিত্র্য নেই। এ ভাষায় সুরতরঙ্গ বাক্যের অর্থে পরিবর্তন আনে।

শহর সো গইদু চোইপা ↘↘ শহর থেকে চাদর নিয়ে এসো।
শহর সো গইদু চোইপা ↗ শহর থেকে চাদর নিয়ে এসো।

রাজবংশী কথ্য বাংলা ভাষাতে দ্রুত অবরোহী বা আরোহী সুর কম পাওয়া যায় -

মোক যাবার নাগিবে ↘↘ আমাকে যেতে হবে।
মোক যাবার লাগিবে ↗ আমাকে যেতে হবে।

বাংলা ভাষায় -

তাড়াতাড়ি এসো ↘↘

তাড়াতাড়ি এসো ↗

(খ) জলপাইগুড়ি জেলায় তি, টি যুক্ত অনেক নদী ও জায়গার নাম পাওয়া যায়। এই তি, বা টি এর অর্থ ভোট-বর্মী ভাষার প্রভাবজাত। (ভোট বর্মী ভাষায় এই শব্দ দুটির অর্থ নদী বা জল। টোটো কথ্য ভাষায় 'তি' শব্দের অর্থ নদী। এই অঞ্চলে নদীগুলোর নাম - টিটি, কুরতি, মুরতি, ডিমা তিনি ইত্যাদি। স্থানের বা জায়গার নাম - নিম্যতি, জয়নতি, ক্রান্তি ইত্যাদি।

(গ) রাজবংশী ভাষায় অভিপ্রায় মূলক বাক্যে বক্তার বিবক্ষা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শব্দের উপর শ্বাসাঘাত পড়ে তাতেই টোটো কথ্য ভাষার মত বাক্যের বিভিন্ন স্থানে শ্বাসাঘাতের ফলে বাক্যের অর্থের সূক্ষ্ম পরিবর্তন হয় -[১৩]

রাজবংশী কথ্যভাষাতে -

(১) আজি তুঁই মোর ঘর আসিবু। (আজ তুমি আমার ঘর আসবে।)

(২) আজি তুই মোঁর ঘর আসিবু। (আজ তুমি আমার ঘর আসবে।)

(৩) আজি তুই মোর ঘর আঁসিবু। (আজ তুমি আমার ঘর আসবে।)

(৪) আজি তুই মোর ঘঁর আসিবু। (আজ তুমি আমার ঘর আসবে।)

এখানে - প্রথম বাক্যে 'তুঁই'(কর্তা)এর উপর শ্বাসাঘাত পড়েছে। তাতেই বাক্যের অর্থ বক্তার ইচ্ছা 'তুমি' আসবে অন্য কেউ আসবে না।

দ্বিতীয় বাক্যে 'মোঁর' (গৌণকর্ম)এর উপর শ্বাসাঘাত পড়েছে। তাতে বাক্যের অর্থ দাঁড়িয়েছে আমার ঘরেই আসবে অন্য কোথাও নয়।

তৃতীয় বাক্যে 'আঁসিব্'তে শ্বাসাঘাত পড়াতে তুমি 'আসবে'(ক্রিয়া) তার উপর জোর পড়ছে।

চতুর্থ বাক্যে 'ঘঁর'এর উপর শ্বাসাঘাত পড়ায় বোঝাচ্ছে 'ঘরে' আসবে অন্য কোথাও নয়।

এ ভাষায় শব্দ 'স্বরাঘাত তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়। বাক্য স্বরাঘাত তাৎপর্য্যপূর্ণ। শব্দের মধ্যে স্বরের উত্থান পতনে অর্থের পরিবর্তন আনেনা। শব্দ স্বরাঘাতের জন্য ধ্বনিমূলগত বৈপরীত্য (Phonemic contrast) সৃষ্টি হয়না।

টোটোকথ্য ভাষাতে -

কা দিমাইসিতা ইস্কুল্তা হারো (আমি দুপুরে স্কুলে যাই।)
কা দিমাইসিতা ইস্কুল্তা হারো (আমি দুপুরে স্কুলে যাই।)
কা দিমাইসিতা ইস্কুল্তা হাঁরো(আমি দুপুরে স্কুলে যাই।)
কা দিমাইসিতা ইস্কুল্তা হারো (আমি দুপুরে স্কুলে যাই।)

প্রথম বাক্যে 'দিমাইসিতা'র উপর শ্বাসাঘাত পড়েছে তাতে অর্থ দাঁড়ায় 'দুপুরেই' স্কুলে যায় সকালে নয়।

দ্বিতীয় বাক্যে 'ইস্কুলতা'র শ্বাসাঘাত বুঝিয়ে দেয় 'ইস্কুলে' পড়তে যায়।

তৃতীয় বাক্যে 'হারো'তে শ্বাসাঘাত পড়াতে অর্থ হয় দুপুরে স্কুলে 'যায়' 'আসে' না।

চতুর্থ বাক্যে 'কা'তে শ্বাসাঘাত পড়ায় অর্থ হয় 'আমি'একাই যাই অন্য কেউ (নয়) আমার সঙ্গে যায়না।

চলিত যৌথিক বাংলা ভাষাতে -

'প্রতিদিন সকালে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে'। বাক্যটিকে শব্দ শ্বাসাঘাত অনুসারে দেখলে তাদের অর্থাৎ বাক্যের অর্থের সূক্ষ্ম পরিবর্তণ হয়।

প্রতিদিন সকালে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে।
প্রতিদিন সকালে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে।
প্রতিদিন সকালে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে।
প্রতিদিন সকালে সূর্য পূর্বদিকে ওঠে।

প্রথম বাক্যে 'সূর্যে র' উপর শ্বাসাঘাত পড়াতে বাক্যের অর্থ 'সূর্য' উদয় হয়।

দ্বিতীয় বাক্যে - 'সকালে'র উপর শ্বাসাঘাত পড়াতে বাক্যের অর্থ হয় সূর্যোদয় 'সকালে' হয় বিকালে নয়।

তৃতীয় বাক্যে - সূর্য ওঠা প্রতিদিনকার ঘটনা তাই প্রতিদিনের উপর শ্বাসাঘাত পড়েছে।

চতুর্থ বাক্যে - সূর্য 'পূর্বদিকে' ওঠে অন্য কোন দিকে নয়। 'পূর্বদিকে' শ্বাসাঘাতে তাই সুনির্দিষ্ট করেছে।

জলপাইগুড়ি জেলায় এবং বিভিন্ন অঞ্চলে রাজবংশী কথ্যভাষার সঙ্গে উপরোক্ত মিল ছাড়া আর কোন মিল টোটো কথ্য ভাষার সঙ্গে পাওয়া যায়না। শব্দগত কোন মিল নেই।

জলপাইগুড়ি জেলার(আঞ্চলিক) চলিত মৌখিক কথ্য(বাংলা) ভাষার সঙ্গে টোটোভাষার ধ্বনিগত মিল কি আছে তা খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় বাংলা ভাষার কিছু প্রভাব টোটো ভাষাতে পড়েছে। তবুও একথা অনস্বীকার্য - মানুষের সঙ্গে ভাষার পার্থক্য অত্যন্ত নিবিড় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বাক পদ্ধতিতে একই জেলার কোন অঞ্চলের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য গড়ে ওঠে। ব্লুমফিল্ড(Bloom Field) বলেছেন -

"there is no question of uniformity over any sizable district. Every village or, atmost every cluster of two or three villages has its local peculiarities of speech.

টোটোগ্রামে যেখানে টোটোদের বাস সে অঞ্চলে রাজবংশী কথ্যভাষা ব্যবহারকারী বা ভাষাভাষী ব্যক্তি নেই। মাদারীহাট অঞ্চলে এসে তাদের দৈনন্দিন বা সাপ্তাহিক কাজের ফাঁকে যে সমস্ত উপরোক্ত কথ্যভাষা ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হয় তার কোন প্রভাব এ ভাষায় (টোটোভাষায়) পড়েনি। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য বর্তমান গ্রাম ছাড়া অন্য কোথাও (ফালাকাটা, মোরাঘাট ইত্যাদি) এখন টোটোদের অস্তিত্ব নেই। কাজেই এই ভাষাগত প্রভাব কোন ভাষাকেই প্রভাবিত করেনি। তবে টোটোপাড়াতে বাংলা ভাষাভাষী ব্যক্তির বসবাসের ফলে, বাংলা ভাষাভাষী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে তাদের ভাষ-ভাষা আচার-আচরণ, আতিথেয়তা, নামকরণ সব কিছুই টোটোদের ভাল লেগেছে - নিজেদের মাতৃভাষার শব্দভান্ডারে বাংলা শব্দকেও স্থান দিয়েছে। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের ফলে এ ভাষাকে জানবার, ভাববার ও ব্যবহার করবার অধিকার তাদের জন্মেছে। তাই টোটো কথ্যভাষাতে বাংলার (চলিত মৌখিক) প্রভাব অনস্বীকার্য।

প্রথমত: টোটো কথ্যভাষার কোন লিখিত রূপ নেই। তাই বাংলা ধ্বনির অনুকরণে তাদের মৌখিক ভাষাকে ধ্বনিরূপ দেওয়া হলো। বাংলা বর্ণমালায় যে ধ্বনির উল্লেখ রয়েছে তার সবগুলো এ ভাষায় ব্যবহার হয়না। লক্ষণীয় 'হ' ধ্বনি ছাড়া আর কোন মহাপ্রাণ ধ্বনির 'উচ্চারণ' পাওয়া যায়না। দু-একটি শব্দে 'ধ' মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ যা পাওয়া যায় তা 'Loan words' বা অন্য ভাষা থেকে ধার করা।

-: টোটো কথ্যভাষার সঙ্গে চলিত মৌখিক বাংলাভাষার (জলপাইগুড়ি জেলার) ধ্বনিগত সাদৃশ্য :-

বিভাজ্যধ্বনির প্রধান দুটি শাখা স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।

(ক) স্বরধ্বনির ব্যবহার -

টোটো		বাংলা	
অাঁ	অাঁংতি-(Āngti - বীজন)- 'seed'	অ	অলস (Alas-Lazy)
আ	আজা (Ājā - কাক) 'Crow'	আ	আম (Aam -Mango)
ই	ইওতি (Ioti - দুধ) 'Milk'	ই	ইচ্ছা (Iccha-wish)
উ	উম্পি (Umpi - কলা)'Banana'	উ	উত্তর (Uttar-answer)
এ	এনতানা(Entānā-প্রতিজ্ঞা) Promise	এ	একা (Eka -alone)
ও	ওয়াতি (Oāti - বৃষ্টি) Rain	ও	ওজন(Ojon -Weight)

'ঈ, ঊ, ঋ ঌ, ঐ, ঔ' - বাংলার এই স্বরধ্বনিগুলোর ব্যবহার টোটো কথ্যভাষাতে পাওয়া যায়না।

ব্যঞ্জনধ্বনি -

ক	কে-ওয়া (Ke-oā- -জন্ম)	ক	কারখানা(Karkhana -আড়ত)
গ	গুজি (Guji - -পকেট)	গ	গঠন (Gathan - Form or Figure)

	টোটো		বাংলা
ঙ	ঙচো(Nucho-পাঁচ) Five	ঙ	বাঙ্লা(Bangla -বাংলা) Bengali
			(শব্দের আদিতে'ঙ' বসেনা বাংলায়)
চ	চাদি(Chādi -শিরা) Vein	চ	চাল(Chal -চাল) Rice
জ	জাওতা (Jaotā -বাঁশ) Bamboo	জ	জুতা(Juta জুতা) Shoe
ট	টিং(Ting -টিন) Galvanised Sheet	ট	টাকা(Taka -টাকা) Rupee
ড	ডেমসা(Demshā -আদালত) Court	ড	ডাক (Dak -) Post
ন	নাশি (Nāshi -কানের দুল) Ear Ring	ন	নুতন(Nutan- নুতন) New
ত	তি (Tee -নদী) River	ত	তারা(Tara -নক্ষত্র) Star
দ	দেওসি(Deoshi-পুরোহিত) Priest	দ	দক্ষিণ(Dakshin -দক্ষিণ) South
প	পুইমা(Puimā -তারা) Star	প	পরিচিত(Parichito -চেনা) Known
ব	বংগ(Bang -মাইল)Mile	ব	বংশী(Bangshi -বাঁশি) Flute
ম	মে (Me -আগুন) Fire	ম	মোহর(Mohor -মোহর) Golderin

	টোটো		বাংলা
র	রং - তুই(Rongtui- পাথর) Stone	র	রং(Rong -রং বা বর্ণ) Colour
ল	লাপুং(Lāpung -বাঁশের বেড়া) Bamboo wall	ল	লবন(Laban -লবন) Salt
স	সেউওকু (Shouku -কাগজ) Paper	স	সাদা(Sada -সাদা) White
হ	হোন্ডু (Hondu -থালা) Plate	হ	হলুদ (Holud -হলুদ) Yellow
অর্ধস্বর য়	কোরয় (Ko-roy -আঙুল) Finger	য়	সময় (Samay-সময়) Time
অর্ধস্বর ওয়	ওয়ারা (Oārā -বোলতা)	ওয়	আওয়াজ (Aoaz -শব্দ) Sound

'খ, ঘ, ছ, ঝ, ঞ, ঠ, ঢ, ণ, থ, ধ, ফ, ভ, য, শ, ষ, ঃ ং'

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের উপরোক্ত ধ্বনিগুলোর ব্যবহার পাওয়া যায়না টোটোভাষায়। তবে প্রতিবেশীরা বিভিন্ন ভাষাভাষী, সেই সূত্রে কিছু ভিন্ন ভাষিক শব্দ 'শব্দ' তাদের শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে তাতে 'ঘ''ধ', 'ভ' ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ পাওয়া যায়। কিন্তু টোটো কথ্যভাষার মৌলিক শব্দে 'হ' ছাড়া অন্য কোন সঘোষধ্বনির ব্যবহার নেই।

টোটো ভাষায় গৃহীত বাংলা শব্দ

টোটোদের নিজস্ব লিপি না থাকাতে শিক্ষিতরা তাদের ভাষা লিপিবদ্ধ করেন (মাতৃভাষাতে নয়) বাংলা ভাষায়। বাংলার চাইতে আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে নেপালী ভাষার দ্বারা তারা প্রভাবিত। তাদের শব্দভান্ডারে ৩০ শতাংশ বাংলা শব্দ, ৫০ শতাংশ নেপালী শব্দ এবং অন্যান্য ২০ শতাংশ বিভিন্ন ভাষার শব্দ স্থান পেয়েছে। [১৫] নেপালীরা ওই অঞ্চলে সংখ্যা পরিষ্ট কাজেই প্রত্যাহিক জীবনের প্রায় সব দিকগুলো তারা নেপালীদের দেখাদেখি শিখেছে। তথাপি বর্তমানে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাওয়াতে, ব্যবসায়িক কারণে, দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনে টোটোপাড়া ছেড়ে জেলার দূরবর্তী শহরে গুলোতে প্রায়ই যেতে হচ্ছে সেকারণে জেলার বলিষ্ট বাচক সংখ্যা বাংলা তাদের ভাষাগত দিক দিয়ে প্রভাবিত করেছে বেশী। টোটোরা যে সমস্ত বাংলা শব্দ গ্রহণ করেছে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল। একথা বলা-বাহুল্য যে গৃহীত শব্দাবলীর উচ্চারণে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যের কারণ প্রত্যেক ভাষাভাষীর নিজস্ব উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য।

	বাংলা শব্দ	টোটো শব্দ (গৃহীত বাংলা শব্দের উচ্চারণ)
১.	অন্ন(Anna)	অন্ন (Anna)
২.	আতা (Ata)	আতা (Ata)
৩.	একর(Ekar)	একর (Ekar)
৪.	কপি (Kapi)	কবি (Kabi)
৫.	কাঁচি(Kachi)	কেইচি(Keici)
৬.	কল(Kal)	কল (Kal)
৭.	কেকা (Keka)	কেকা (Keka)

	বাংলা শব্দ	টোটো শব্দ(গৃহীত বাংলা শব্দের উচ্চারণ)
৮.	খেজুর (Khejur)	খেজুর (Khejur)
৯.	গাড়ী (Gāḍi)	গাড়ী (Gāḍi)
১০.	গুড় (Gḍr)	গুর (Gḍr)
১১.	গম (Gām)	গম (Gām)
১২.	গ্লাস (Glāss)	গেলাস (Gelāsh)
১৩.	ঘন্টি (Gonti)	ঘন্টি (Gonti)
১৪.	গুলি (Guli)	গোলি (Goli)
১৫.	গুয়া (Guā)	গুয়াই (Guāi)
১৬.	চামার (Chāmār)	মোচি (Moci)
১৭.	চামুচ (Chāmuch)	চামচাই (Cāmcāi)
১৮.	চাঁদি (Chāndi)	চাঁদি (Chāndi)
১৯.	ছাতু /ছোলা (Chātu	সাতু/সোলা (Sātu) (Sola)
২০.	জৈষ্ঠ (Jāisthā)	জিঠো (মাস -Month)(Jitho)
২১.	জুতা (Jutā)	জুতা (Jutā)
২২.	জেলে (Jele)	মাছুয়া (Mācuā)
২৩.	জানা (Jānā)	জিনা (Jinā)
২৪.	জেলা (Jelā)	জিলা (Jilā)
২৫.	ঝাড়ু (Jhāḍu)	ঝাড়ু(Jhaḍu)
২৬.	ঝরনা (Jhārnā)	ঝরা (Jāṛā)
২৭.	ঝাড় (Jhād)	ঝার (Jāād)

বাংলা শব্দ	টোটো শব্দ(গৃহীত বাংলা শব্দের উচ্চারণ)
২৮. টিন (Tin)	তিং (Ting)
২৯. টাকা (Tākā)	তংকা (Tongkā)
৩০. ডাল (Dāl)	দাল (Dāl)
৩১. তিল (Til)	তিল (Til)
৩২. তারা (Tārā)	তারি (Tāri)
৩৩. তপ্ত(Taptā)	তাতো (Tāto)
৩৪. দেশলাই (Deshlai	দাওসিরি (Dāosiri)
৩৫. ধোপা (Dhopā)	দুবি (Dubi)
৩৬. নৌকা (Noukā)	নাও (Nāo)
৩৭. পড়ুয়া (Pāḍuā)	পরেওয়া (Pāreoā)
৩৮. পিপড়া (Pipḍā)	পাপড়া (Pāpḍā)
৩৯. পয়সা (Pāisā)	পইসা (Pāisā)
৪০. পঞ্চায়েত (Pānchaet)	পঞ্চাৎ (Pānchāt)
৪১. ফুন্টসোলিং (Phountsolling)	পুনচোলিং (Puncoling)
৪২. ফাল্গুন (Phālgun)	পাগুই (Pāgui)
৪৩. বেলা (Bālā)	বেলা (Belā)
৪৪. বেগুন (Begun)	বুগ্নি (Bugni)
৪৫. বন্যা (Bānyā)	বানা (Bānā)
৪৬. বাকি (Bāki)	বান্কি (Bānki)
৪৭. মাসি (Māshi)	মৌসি (Mousi)

৪৮ বাংলা শব্দ	টোটো শব্দ(গৃহীত বাংলা শব্দের উচ্চারণ)
৪৮. মামী (Māmi)	মামি (Māmi)
৪৯. মন (Mone)	মন (Mone)
৫০. মুচি (Muchi)	মুচি (Muci)
৫১. মুলা (Mulā)	মুলা (Mulā)
৫২. ময়দা(Māydā)	মোইদা (Moidā)
৫৩. মাচুয়া (Māchuā)	মাচুয়া (Mācuā)
৫৪. রাজা (Rājā)	রাজা (Rājā)
৫৫. লিচু (Lichu)	লিচু (Licu)
৫৬. লোকসান (Loksān)	লুকসান(Luksān)
৫৭. শকুন (Shākun)	সিগুন (Sigun)
৫৮. সাইকেল (Cycle)	চাইকেল(cycle)
৫৯. সুপারী (Supāri)	গুয়াই (Guāi)
৬০. সোনা (Sonā)	সোনা (Sonā)
৬১. হাঁস (Hās)	হংস (Hongsā)

বাচক সংখ্যা ও ভৌগলিক বিস্তার এ জেলার বাংলা ভাষা সম্প্রদায়ের প্রাধান্যের কারণ। শিক্ষা, গৌরব রাজনীতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিতে বাংলা ভাষা আজ অনেক

বেশী বলিষ্ঠ। বাঙাঁলী ও বরেন্দ্রী সম্প্রদায়ের লোকেরা সংখ্যায় অত্যন্ত গরিষ্ট না হলেও ভাষিক দিক থেকে প্রাধান্য পেয়েছে। এমনকি রাজবংশী কথ্যবাংলা চলিত মৌখিক বাংলার দ্বারা প্রভাবিত।

শিক্ষার বিস্তার, শিক্ষাদানের মাধ্যমগুলি চলিত বাংলার প্রাধান্যের আর একটি কারণ। বেতার, দূরদর্শন, সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, প্রভৃতি জনগণের মাধ্যমগুলো বাংলা ভাষার বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে। ফলস্বরূপ অন্যান্য ভাষাগুলো কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। ছোট ছোট আদিবাসিক সম্প্রদায় ক্রমাগত বিস্মৃত হতে চলেছে নিজেদের মাতৃভাষা।

বাংলা ভাষার পরিমন্ডলে থাকবার জন্য ভোটবর্মী তথা টোটো উপজাতিও তাদের ছেলেমেয়েদের নামকরণ করছে বাংলার অনুকরণে। যেমন বিমল টোটো, বকুল টোটো, ভবেশ টোটো, রবি টোটো, গৌরী, সাধনা ইত্যাদি। অতিথি সমাদরে বাঙাঁলীদের রীতি-পদ্ধতি অনুসরণ করে।

জলপাইগুড়ি জেলার ছোট ছোট ভাষা সম্প্রদায়গুলো অবহেলার যোগ্য নয়। লিখিত সাহিত্য না থাকলেও ভাষাগুলির অগ্রগতির পথে পা বাড়াতে পারে। ভাষার জটিল নিয়মানুশাসন ও পরম্পরাগত ইতিহাস ক্ষুদ্র ভূ-খন্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জীবন-জীবিকার কারণে অন্যান্য ভাষা তাদের শিখতে হয়েছে। সীমিত শিক্ষার হার ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার দরুণ বর্তমান টোটোরা বাংলাভাষার উপর নির্ভরশীল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই আদিবাসী উপজাতির(সংখ্যালঘু) কল্যাণের জন্য নানাধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। যুগের পরিবর্তন এই সহজ-সরল উপজাতিদের

নানাভাবে বিপথগামী করে তুলছে। কিছু স্বার্থান্বেষী অন্যান্য সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িক চেতনায় জাগিয়ে তুলতে গিয়ে এই মানুষগুলোকে (সহজ, সরল) অন্ধকার গহ্বরে নিক্ষেপ করছে। বাংলা ভাষার পরিমণ্ডলে থেকেও নিজ নিজ উপজাতির পক্বকেশ বৃদ্ধদের সহায়তায় সেই গোষ্ঠীর লেখাপড়া জানা কিছু যুব সম্প্রদায় নিজেদের মাতৃভাষার অস্তিত্বকে ধরে রাখতে পারেন। টোটোদের মধ্যে এ সচেতনতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। টোটো যুব সমাজ নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষা, সমাজজীবন সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে। এদের নেতৃত্বে(ধনীরাম, ভক্ত, টোটো অন্যান্যরা) গড়ে উঠেছে 'টোটো যুব সমিতি'। এখানে অর্থাৎ এই সভায় যৌথিক আলোচনা করা হয় শুধুমাত্র 'টোটোভাষায়'(মাতৃভাষায়)। মাতৃভাষা লিপিবদ্ধ হয় বাংলা লিপির মাধ্যমে। বাইরের জগতের সঙ্গে টোটোরা যেলামেশার সুযোগ পেয়েছে তাতেই যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের সমাজ, সংস্কৃতিতে এসেছে নূতনত্ব যার প্রভাব ভাষার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। নূতনকে জানতে গিয়ে টোটোরা নিজস্ব ভাষার বৈশিষ্ট্যগুলি বিস্মৃত হয়েছে। এ বিষয়ে লেখাপড়া জানা টোটোদের সচেতনতার প্রয়োজন সবচাইতে বেশী। এ প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলে টোটোরা তাদের স্বতন্ত্র ভাষার অস্তিত্ব ধরে রাখতে পারবে।।

******* 0 *******

নির্দেশিকা

১. Gierson G.A. 'Linguistic Survey of India', Reprint, Delhi, Motilal Banarasidas, 1967, Vol.1. Part-I p.163.

২. Chatterjee S.K. Origin and Development of Bengali Language, Reprint, Calcutta, Rupa 1974, Vol.I. p.140.

৩. সেন সুকুমার 'ভাষার ইতিবৃত্ত', (১৩ সং) কলিকাতা, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭১, পৃ.১৮৪।

৪. দাস নির্মল, উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গে কলিকাতা ওরিয়েন্টাল বুক, ১৯৮৪, পৃ.২২।

৫. Roy, B.K., West Bengal District census Hand-Book, Jalpaiguri District, 1961, Calcutta, Govt. of West Bengal. Published 1964, Page-45

৬. দাস শিশির, ভাষা জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, প্যাপিরাস, ১৯৯২, পৃ.৩৭

৭. Govt. of West Bengal, District Census handbook, Jalpaiguri District, 1971, Calcutta, Directorate of Census operation, Page-192.

৮. Gierson, G.A., Linguistic Survey of India, Reprint Delhi, Motilal Banarasidas, 1967, Vol.III, Part I. p.24-25.

৯. Chatterjee, S.K. : A Brief Sketch of Bengali Phonetics, London, 1921, p.62.

১০. Ferguson, Charles A. and Chowdhury, Musier "The Phonemes of Bengali in Language, Journal of the Linguistics Society of America, Vol.36, Jan.March 1960. P.325